ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা

ধূমপান মুক্ত পরিবেশ
সুস্থ জীবন সমৃদ্ধ দেশ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

নগর ভবন
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০ ।

আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ

অঞ্চল - ১
নগর ভবন
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০ ।

অঞ্চল - ২
তিলপাপাড়া কমিউনিটি সেন্টার
খিলগাঁও, ঢাকা ।

অঞ্চল - ৩
হাজী গনি সরদার কমিউনিটি সেন্টার
লালবাগ, আজিমপুর, ঢাকা ।

অঞ্চল - ৪
নগর ভবন
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০ ।

অঞ্চল - ৫
বিশ্ব রোড, সায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ডের পাশে
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ।

শুভেচ্ছা বাণী

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম নিয়ামক একটি সুস্থ জাতি। আর সুস্থ জাতি গঠনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গড়ার বিকল্প নেই। ধূমপান মানুষের শরীরে ক্যান্সার থেকে শুরু করে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন নাগরিক সেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ সিটি করপোরেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্তে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কাজ করে চলছে। এ লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য সিটি করপোরেশন ইতোমধ্যে একটি ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে।

একটি ধূমপানমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়তে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সর্ম্পকে গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও সহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনসমূহ ধূমপানমুক্তকরণের মাধ্যমে ধূমপানমুক্ত ঢাকা নগরী গড়ে তুলতে নির্দেশিকাটি সহায়তা করবে।

নির্দেশিকাটির সফলতা নির্ভর করবে এর সফল বাস্তবায়নের উপর। এজন্য এর সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রয়াস অতীব জরুরি। নির্দেশিকাটি তৈরি ও প্রকাশে সহযোগিতার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাদের সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শুভেচ্ছান্তে,

মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম
প্রশাসক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

সূচিপত্র

০১.	ভূমিকা	৩
০২.	শিরোনাম, কার্যকারিতা, প্রয়োগ	৪
০৩.	ধূমপানমুক্ত আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা	৪
০৪.	নির্দেশিকার যৌক্তিকতা	৬
০৫.	নির্দেশিকার লক্ষ্য	৬
০৬.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও আওতা	৬
০৭.	নির্দেশিকা বাস্তবায়ন কৌশল	৭
০৮.	পরিদর্শন/মনিটরিং ও অভিযোগ	৮
০৯.	সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদান	৯
১০.	আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও জনপ্রতিনিধি	৯
১১.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	৯
১২.	লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান	১০
১৩.	জরিমানা ও শাস্তি	১০
১৪.	শিশু বা কম বয়সীদের ক্ষেত্রে করনীয়	১০
১৫.	আইন প্রয়োগে সহযোগিতা	১০
১৬.	হেল্পলাইন স্থাপন	১১
১৭.	ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা	১১
১৮.	তথ্য, শিক্ষা, প্রচার	১১
১৯.	অন্যান্য কৌশল	১২
২০.	নির্দেশিকাটির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন	১২
২১.	বাস্তবায়ন,ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও রিভিউ	১২
২২.	আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া	১৪
২৩.	তথ্যসূত্র	১৫

০১ ভূমিকা

বিপুল জনসংখ্যা, দরিদ্রতা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ সালের গবেষণায় দেখা যায় এ দেশে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর ৫৭,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং ৩,৮২,০০০ জন পঙ্গুত্ববরণ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০০৯ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৪৩.৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে যার মধ্যে ৫৮% পূরুষ এবং ২৮.৭% মহিলা। এদের মধ্যে ২৩% মানুষ ধূমপান করে। ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে ৪৫% মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হয়। সার্বিকভাবে দেশের ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন ভাবে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে, যার মধ্যে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়।

এটি এখন স্বীকৃত যে, ধূমপান, ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী (যিনি পরোক্ষ ধূমপানের শিকার) উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার অসংক্রমিত ও প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধি এবং অকাল মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ। সাধারণত ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন জর্দ্দা, গুল, খৈনি ইত্যাদি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করে না। অধিকন্তু ধূমপান ও বিভিন্নভাবে তামাক ব্যবহারের ফলে ক্যান্সার, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, হাঁপানি, পেটে ঘা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগকে তরান্বিত করে, যা দেশের জনগণ এবং সরকারের স্বাস্থ্যখাতের জন্য বিরাট হুমকি। তামাক খাত থেকে সরকার যে পরিমান রাজস্ব আয় করে তার দ্বিগুনেরও বেশি স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে থাকে। পরোক্ষ ধূমপানে নবজাতক ও শিশুরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা নবজাতক ও শিশুদের শারীরিক গঠন পরিপূর্ণ থাকে না। এ সময় তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় ফলে নিঃশ্বাসের সাথে ক্ষতিকর উপাদানগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে শিশুরা বেশী গ্রহণ করে। পরোক্ষ ধূমপানের ফলে শিশুদের শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, কানে ও গলায় বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়, যার পরিণাম অকাল মৃত্যু।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে "ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)" চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১৬ জুন এই চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালের ১০ মে তারিখে এফসিটিসি চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং এ আইনের আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ পাশ ও কার্যকর করে। তথাপিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তামাক কোম্পানির নানাবিধ কুটকৌশল ও প্রচারণা, সাধারণ জনগণের অজ্ঞতাসহ নানাবিধ কারণে ধূমপায়ীর হার আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নাগরিকদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে রক্ষায় এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে করপোরেশনের আওতাধীন এলাকায় কার্যকর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাভূক্ত এলাকা

বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র, রেস্তোরাঁ, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের মাত্রা হ্রাস করে জনসাধারণকে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হবে। উল্লেখ্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর পরবর্তী যেকোনো সংশোধনী ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের এই ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকায় সংযুক্ত হবে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

০২. শিরোনাম, কার্যকারিতা ও প্রয়োগ

২.১ এই নির্দেশিকাটি "ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা" নামে অভিহিত হবে।

২.২ এটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকায় প্রয়োগযোগ্য হবে।

২.৩ নির্দেশিকাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট নোটিশ দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে, সেই তারিখ হতে কার্যকর হবে।

০৩. ধূমপানমুক্ত আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা

৩.১ এই নির্দেশিকায় আইন বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ কে বুঝাবে।

৩.২ সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়–

৩.২.১ "পাবলিক প্লেস" অর্থ- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্ত্বশাসিত অফিস ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, লিফ্‌ট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ (সিনেমা হল), থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেষ্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশু পার্ক, মেলা, বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোনো স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোনো বা সকল স্থানকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ২ (চ) ধারা]

৩.২.২ "পাবলিক পরিবহণ" অর্থ- মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোনো যানকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ২ (ছ) ধারা]

৩.২.৩ "ধূমপান" অর্থ- কোনো তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সাথে টেনে নেয়া বা বের করা এবং কোনো প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও এর অন্তর্ভূক্ত হবে; যেমনঃ সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, পাইপ ইত্যাদিকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ২ (ঘ)]

৩.২.৪ "তামাক" অর্থ- কোনো নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেনিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোনো উদ্ভিদ বা উহাদের কোনো পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোনো অংশ বা অংশ বিশেষকে বুঝাবে [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ২ (খ) ধারা]

৩.২.৫ "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ- তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হতে প্রস্তুত যে কোনো দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহন করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সাথে টেনে নেয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) কে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ২০০৫ এর ২ (গ) ধারা]

৩.২.৫ "ক্রীড়াস্থল" অর্থ- খেলাধূলার ও অনুশীলনের জন্য আচ্ছাদিত বা অনাচ্ছাদিত স্থানকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর ৪ (ঘ) ধারা]

৩.২.৬ "স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান" অর্থ- সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন ইত্যাদিকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর ৪(গ) ধারা]

৩.৩ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর সংজ্ঞা অনুসারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন পরিচালিত পাবলিকপ্লেস ও পরিবহন বলতে

৩.৩.১ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়াস্থল, পাঠাগার, আঞ্চলিক অফিস সমূহ, ওয়ার্ড অফিস সমূহ, বাস টারমিনাল, বিপণিভবন, রেস্তোরাঁ, এবং সিটি করপোরেশন ঘোষিত অন্য যে কোনো বা সকল স্থানকে বুঝাবে;

৩.৩.২ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকার সকল যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক জন-যানবাহন এবং সিটি করপোরেশনের ব্যবহৃত পরিবহন। তবে ব্যক্তিগত পরিবহন যখন উক্ত পরিবহনের মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে এটি এ নির্দেশিকার আওতাভুক্ত নয়;

সংজ্ঞাগুলো ধূমপান ও তামাক ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুসারে দেয়া হয়েছে

০৪. নির্দেশিকার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক ও ধূমপানকে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুসারে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত থাকার কথা থাকলেও, নানাবিধ কারণে কার্যকর ধূমপান মুক্তকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা সময় সাপেক্ষ। তাই পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সচেতনতামুলক কর্মসূচীর পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন করা জরুরি।

নগরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সিটি করপোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে সিটি করপোরেশনের আওতায় বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পরিবহন রয়েছে যা ধূপমানমুক্ত রাখা করপোরেশনের দায়িত্বের উপর বর্তায়, এর জন্য প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। তাই নগরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং ধূমপানমুক্ত নির্মল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই নির্দেশিকাটি প্রনয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটির মাধ্যমে পাবলিক প্লেস ও পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্তকরণে সিটি করপোরেশন ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

০৫. নির্দেশিকার লক্ষ্য

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক প্রণীত এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য হচ্ছে

৫.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৫.২ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকার পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন; বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রেস্তোরাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণস্থানসমূহে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করা;

৫.৩ ধূমপানমুক্ত স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপায়ীর মাত্রা হ্রাস এবং ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী করা;

৫.৪ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;

৫.৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা।

০৬. ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও আওতা

৬.১ স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুসারে আইনের ধারা ৪১ এবং তৃতীয় তফসিল অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সিটি করপোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সিটি

করপোরেশনের অধিবাসীদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষমতা এ আইনে নিশ্চিত করা হয়েছে।[১]

৬.২ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় অনুসারে এ নির্দেশনা বাস্তবায়িত হবে।

৬.৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অর্ন্তভূক্ত ৫৭ টি ওয়ার্ড এলাকায় নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়াবলী প্রযোজ্য হবে।

৬.৪ করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/জনপ্রতিনিধি নির্দেশিকা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

০৭. নির্দেশনা বাস্তবায়ন কৌশল

এ নির্দেশিকার মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

৭.১ প্রাথমিকভাবে এই নির্দেশিকাটি প্রয়োগের পূর্বে এবং পরে যথেষ্ট তথ্য, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।

৭.২ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা বা তথ্য বোধগম্য না হলে বা না বুঝার কারণে অথবা সর্তকতার অভাবে যদি নির্দেশিকাটির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয় তখন আরো স্পষ্ট কার্যকরী তথ্য, পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা সংযোজন করা হবে।

৭.৩ নির্দেশিকাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এটি অমান্য বা লঙ্ঘন করে বা অসহযোগী মনোভাব প্রর্দশন করে সেক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ নির্দেশিকাটি সকল নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা হবে। যেমনঃ করপোরেশনের নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রদান, স্থানীয় সরকারের ওয়েব সাইটে প্রদান এবং অনুরোধের প্রেক্ষিতে নামমাত্র মূল্যে প্রিন্ট কপি বিতরণ করা।

৬.৫ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সকল অঞ্চল/বিভাগ, ওয়ার্ড, পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন এবং ব্যক্তিকে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৬ সংবিধান, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্রোরেশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

৭.৭ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বচ্ছতা, সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সকলকে অবহিত করা, কার্যকর ও সময়নিষ্ঠ অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

১ ধারা ৪১, ৩য় তফসিল ১.১, ৫, ৭, ২০ (চ), ২৬.৭. (ট)

৭.৮ এ নির্দেশিকার মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা ও নীতিসমূহ অনুসরণের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহযোগিতা প্রদান, ঢাকা তথা বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আইনী কার্যক্রমকে তুলে ধরতে যথেষ্ট প্রমানাদী ও যাচাই প্রক্রিয়া, তথ্য ও উপদেশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

০৮. পরিদর্শন/মনিটরিং ও অভিযোগ

যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতদোদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ/জনপ্রতিনিধি স্ব উদ্যোগে বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ তাদের অন্যান্য বিষয় যেমনঃ খাদ্য ও খাদ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিষয়ে পরিদর্শন কালে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

৮.১ স্ব উদ্যোগে পরিদর্শন

৮.১.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি স্ব উদ্যোগে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শন করবেন। এ পরির্দশনের মূল লক্ষ্য হল সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে পরামর্শ প্রদান। প্রয়োজনে একটি সাধারণ ও নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী তথ্য/পরামর্শ প্রদান করবেন।

৮.১.২ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবেঃ

৮.১.২.১ যে সকল স্থানে ধূমপান হয় এরকম এলাকা সম্পর্কে পূর্ব ধারণার প্রেক্ষিতে;

৮.১.২.২ যে সকল ক্ষেত্রে জনগণ ধূমপানের আইন সম্পর্কে অবহিত নয়;

৮.১.২.৩ যে সকল স্থানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধূমপান মুক্ত নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ বা বিরোধীতা করার সম্ভাবনা রয়েছে;

৮.১.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধিগণ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে রেজিষ্টার ব্যবহার করবেন, যাতে পরির্দশনের বিস্তারিত তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

৮.২ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন

৮.২.১ ধূমপানমুক্ত নির্দেশনাটি লঙ্ঘিত হয়েছে এ রকম অভিযোগের ভিত্তিতেও পরিদর্শন করা হবে। অভিযোগ লিখিত, মৌখিক, ইমেইল, ফ্যাক্স বা অন্য কোনো উপায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধির নজরে আনতে হবে।

৮.২.২ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরিদর্শন পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৯. সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদান

৯.১ প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত এলাকায় সর্তকতা নোটিশ বা লেখা ও সাইন প্রদর্শন করতে হবে।

৯.২ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে "ধূমপান থেকে বিরত থাকুন" সাইন প্রদর্শনের ব্যবস্থা - প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্নবর্ণিত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যথা

৯.২.১ ধূমপানমুক্ত এলাকায় "ধূমপান হতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" মর্মে লিখিত সতর্কবাণী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ দৃষ্টিযোগ্য একাধিক স্থানে, বাংলা এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজিতে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.২ যদি কোনো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে একাধিক প্রবেশ পথ থাকে, তবে একাধিক প্রবেশ পথের দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কবানী প্রর্দশন করতে হবে।

৯.২.৩ সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডে সাদা জমিনে লাল অক্ষরে বা কালো জমিনে হলুদ অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইন লিখতে হবে।

৯.২.৪ পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথের এক পাশে উক্ত সতর্কবাণী আটকে বা সেঁটে স্থাপন করতে হবে এবং উহার অভ্যন্তরে একাধিক স্থানে এমনভাবে সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে যাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়;

৯.২.৫ পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের নুন্যতম সাইজ হবে ৬০ সে:মি: X ৩০ সে: মি:। পাবলিক পরিবহনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এমন আকারে, প্রদর্শনযোগ্য স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ স্থাপন করতে হবে।

১০. আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/জনপ্রতিনিধি

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং এই নির্দেশিকার বিষয়াদি বাস্তবায়নে করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

১১. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নিয়মিত ভাবে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট তাৎক্ষনিকভাবে আইন ভঙ্গের বিচার কার্য সম্পাদন, আইন মোতাবেক শাস্তি প্রদান এবং আইন প্রতিপালনে সহায়তা দেবে।

১২. লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি আইন প্রয়োগে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন-

১২.১ মৌখিক সতর্কতা ঃ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কাউকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে না পারলে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাধারণ মৌখিক সতর্কতা প্রদান করা।

১২.২ লিখিত সতর্কতা ঃ অনেক ক্ষেত্রে লিখিত সতর্কতা দেয়া যেতে পারে।

১২.৩ নির্দেশিকা অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

১৩. জরিমানা/শাস্তি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ঘোষিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্থান সমূহ বর্ণিত আইন বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা দ্বারা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে:-

১৩.১ ধূমপান করা যাবে না এমন স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইন বা সর্তকতা নোটিশ প্রদর্শন না করলে সেই পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও কর্মক্ষেত্রের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া।

১৩.২ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি ধূমপান করলে সে ক্ষেত্রে সর্তকতা নোটিশ বা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৩.৩ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কেউ ধূমপান করলে উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. শিশু বা কমবয়সীদের ক্ষেত্রে করণীয়

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের এই ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা শিশু ও কম বয়সীদের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে The Juvenile Smoking Act 1919 (Ben. ACT II of 1919) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে - ১) শাস্তি ব্যতিত সতর্কতা মূলক নোটিশ প্রদান; ২) মৌখিক সর্তকতা প্রদান; ৩) অভিভাবককে চিঠি প্রদান; ৪) কর্মজীবী ও পথ শিশুদের জন্য কাউন্সিলিং প্রদান; ৫) স্কুল ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান; ৬) শিশুদের জন্য কাজ করে এমন সংগঠনসমূহকে যুক্ত করা।

১৫. আইন প্রয়োগে সহযোগিতা

সিটি করপোরেশন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। এছাড়া

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন বিভিন্ন সংস্থা, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সিটি করপোরেশন এর বিদ্যমান নিয়মনীতি অনুসরণ পূর্বক এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬. হেল্পলাইন স্থাপন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন বা নির্দেশিকার নির্দেশনা ভঙ্গের অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্রি টেলিফোন হেল্পলাইন স্থাপন করবে যা মানুষকে অভিযোগ প্রদানে উৎসাহিত করবে।

১৭. ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা

জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন সিটি করপোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যে সকল ব্যক্তি ধূমপান ত্যাগে আগ্রহী ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। ঢাকা সিটি করপোরেশন স্থাপিত হেল্প লাইনের মাধ্যমে যথাযথ পরামর্শ ও ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশেনের প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ধূমপান ত্যাগে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১৮. তথ্য, শিক্ষা, প্রচার

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৮.১ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

১৮.২ এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতা চাওয়া;

১৮.৩ সিটি করপোরেশনের প্রকাশনা ও বিভিন্ন ডকুমেন্টে এ সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা;

১৮.৪ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ধূমপানমুক্তকরণ শর্ত প্রদান;

১৮.৫ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে তাদের নিজ নিজ কর্মএলাকায় প্রচারণা চালাতে আহ্বান জানানো;

১৮.৬ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে পর্যাপ্ত ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন;

১৮.৭ স্থানীয় কেবল অপারেটরদের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ে তথ্য প্রচারের জন্য আহ্বান;

১৮.৮ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিকদের সংগঠনকে ধূমপানমুক্তকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

১৮.৯ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্লোগান/লেখা দেয়া যেতে পারে।

১৯. অন্যান্য কৌশল

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ধূমপান ত্যাগে এবং ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে উৎসাহী করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে। যথা:–

১৯.১ যারা ধূমপানমুক্ত পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছে এবং যারা ব্যক্তিগত ভাবে অধূমপায়ী ও এর চর্চা করছেন এমন ব্যক্তিবর্গ/ জনপ্রতিনিধি/ প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা;

১৯.২ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরমে ধূমপান বিরোধী স্লোগান বা বার্তা প্রদান করা;

১৯.৩ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করা;

১৯.৪ সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা;

১৯.৫ ধূমপানের পক্ষে কোনো রকম বিজ্ঞাপণ, বিলবোর্ড, বা যেকোনো প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইমেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাষ্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচারে নিরুৎসাহিত করা;

১৯.৬ তামাক কোম্পানীর শক্তিশালী প্রচারণা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার ও প্রদানকে প্রতিহত করতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব তৈরি।

২০. নির্দেশিকাটির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন

২০.১ অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রদানকে নির্দেশিকাটির দুর্বলদিক চিহ্নিতকরণ এবং তা উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে।

২০.২ নির্দেশিকাটি প্রয়োগের অসঙ্গতি বা প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে যে কোনো অভিযোগ বা অসন্তুষ্টির প্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২০.৩ হেল্প লাইন বা বিভিন্ন পাবলিক প্লেস বা কর্মক্ষেত্রে অভিযোগ বক্সের মাধ্যমে জনগণ তাদের মতামত বা অভিযোগ জানাতে পারবে।

২১. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও রিভিউ

২১.১ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করবে। আইন প্রয়োগ মূলত একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হবে যা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তার পরামর্শ / সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

২১.২ এ নির্দেশিকার বাস্তবায়নের ভার বিভিন্ন সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর বর্তায় এবং তারা তাদের কাজ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন করবে। তাদের দায়িত্ব হল

২১.২.১ নির্দেশিকা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতা নোটিশ প্রদান;

২১.২.২ ধূমপানমুক্ত স্থান থেকে ছাইদানী অপসারণ করা;

২১.২.৩ আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করা;

২১.২.৪ কোনো ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপান না করতে উৎসাহিত করা;

২১.৩ নির্দেশিকার সফলতা মূলত পরিমাপ করা যাবে কি পরিমাণ স্থান ধূমপানমুক্ত আছে তার উপর। বিষয়টি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্য সূচিতে অর্ন্তভূক্ত করা এবং ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভার মাধ্যমে নির্দেশিকাটি পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

২১.৪ বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের আলোকে নির্দেশিকাটিও সংশোধিত হবে। নির্দেশিকাটি কার্যকর হওয়ার ১ বছর পর পুনরায় রিভিউ করা যেতে পারে এবং যদি নির্দেশিকা থেকে যথার্থ ও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া না যায় তবে সেক্ষেত্রেও নির্দেশিকাটি রিভিউ করা যেতে পারে।

২২. ধূমপানমুক্ত আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া

নিশ্চিত হোন যে, “ধূমপানমুক্ত” চিহ্ন সঠিক ভাবে, সবাই দেখতে পায় এমন নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে

↓

ধূমপায়ীকে “ধূমপানমুক্ত” চিহ্ন প্রদর্শন ও মনোযোগ আকর্ষণ করা, বিনয়ের সাথে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে বলা

↓

কেউ ধূমপান করলে তা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর জন্য এবং ধূমপায়ী উভয়ের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা জানানো

↓

যদি উক্ত ব্যক্তি কর্মী হন ও ধূমপান চালিয়ে যান

↓

ব্যাখ্যা করুন যে, ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এর মূল উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরি। প্রয়োজনে আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

↓

যদি উক্ত ব্যক্তি বাইরের কেউ হন এবং ধূমপান চালিয়ে যান

↓

ব্যাখ্যা করুন যে, যদি সে ধূমপান করে তবে কর্মীরা তাকে কোনো সহযোগিতা করবে না

↓

উক্ত ব্যাক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ছেড়ে যেতে বলুন এবং কোথায় ধূমপান করতে পারবে তা জানান

↓

যদি সে স্থান ত্যাগ করতে অসম্মতি জানায় তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিন।
- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানান
- মোবাইল কোর্টকে জানান

↓

সকল ঘটনা ও ফলাফলের রেকর্ড রাখুন

অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হলে পুলিশের সহযোগিতা নিন

তথ্যসূত্র

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ।
২. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ ।
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণে কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৭-২০১০ ।
৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে (গ্যাটস) প্রতিবেদন ২০০৯ ।
৫. WHO Study: Impact of Tobacco related illnesses in Bangladesh.
৬. The Railways Act, 1890 (ACT IX 1890).
৭. The Juvenile Smoking Act 1919 (Ben. ACT II of 1919).
৮. The Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976) (penalty 83).
৯. The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord No.XLV III of 1978), (Penalty 85).
১০. The Khulna Metropolitan Police Ordinance 1985 (Ord. No. LII of 1985) (penalty 86).
১১. রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন) ।
১২. ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকাঃ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ।
১৩. ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশিকাঃ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ।

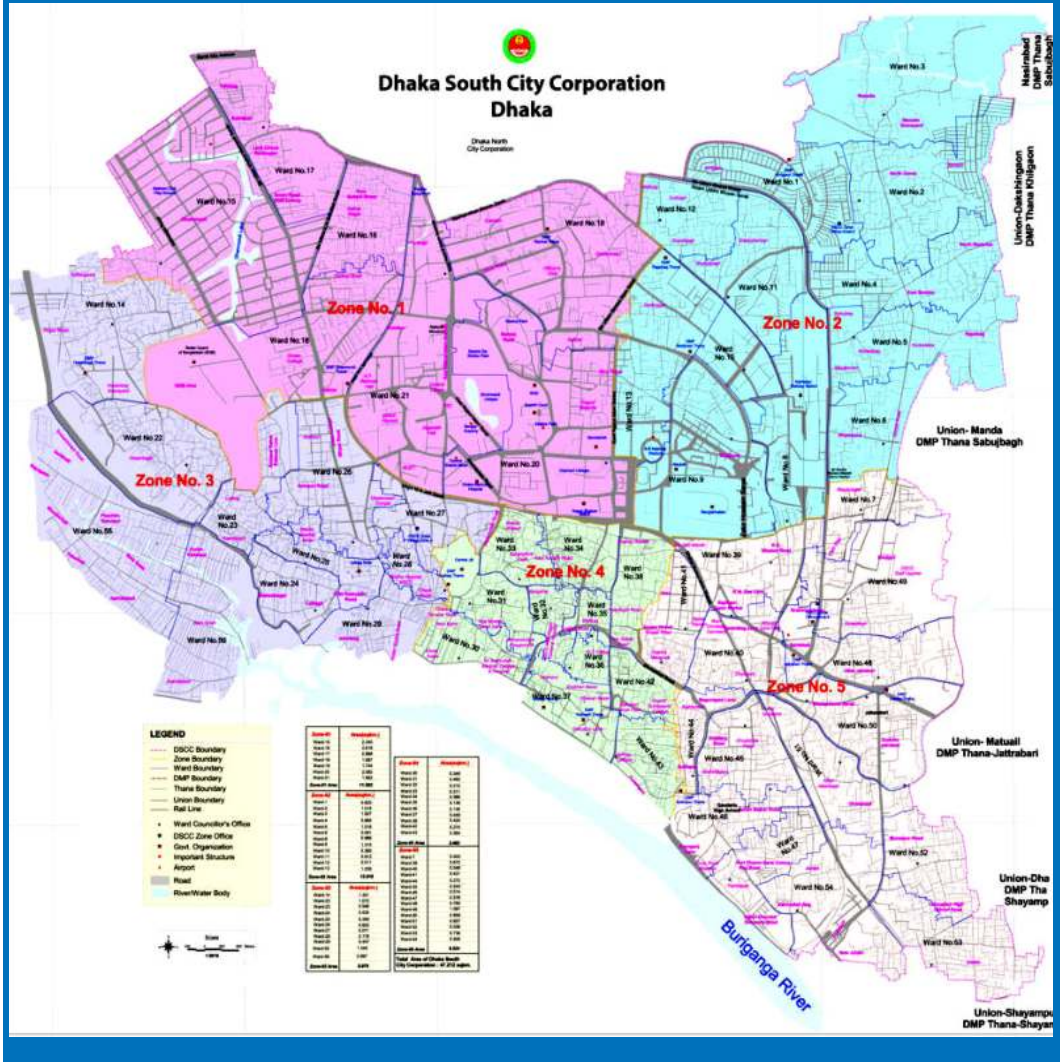
Dhaka South City Corporation
Dhaka
Zone No. 1
Zone No. 2
Zone No. 3
Zone No. 4
Zone No. 5
Union- Manda
DMP Thana Sabujbagh
Union- Matuail
DMP Thana-Jattrabari
Buriganga River
LEGEND

ধূমপানের ধোঁয়ায়

ক্যান্সার, হৃদরোগ, যক্ষ্মাসহ নানা রোগ হয়

হৃদরোগ

মুখের ক্যান্সার

গলার ক্যান্সার

মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহযোগিতায়:
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)

প্রকাশকাল:
অক্টোবর, ২০১৩